কুরআনুল কারিম ও বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত

নবীজির দু'আ ও আমল

মুফতি শাব্বীর আহমদ

সূচিপত্র

লেখকের ভূমিকা.. ৯
প্রকাশকের কথা ১১
সকাল-সন্ধার অযিফা.. ১৩
সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ ১৩
একবার আয়াতুল কুরসি পাঠ ১৩
সন্ধ্যায় তিনবার পড়বে.. ১৪
তিনবার এই দুআ পড়বে ১৫
সকাল ও সন্ধ্যায় ৭ বার পড়বে................................ ১৫
সকালে তিনবার পড়বে ১৬
সকালে সন্ধ্যায় সাতবার পড়বে................................ ১৭
সকাল সন্ধ্যার তিনবার পড়বে ১৭
ক্ষমা প্রার্থনার সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ ১৮
সকাল ও সন্ধ্যায় ১/১০/১০০ বার পড়বে ২০
সকাল সন্ধ্যায় ১০০ বার পড়বে ২১
সকাল বিকাল দশবার পড়বে ২১
রাতে বা সকালে সূরা ইয়াসীন.................................২৩
সুরা ওয়াকিয়া..২৪
রাতে সূরা মুলক ২৫
সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত ২৫
সকাল সন্ধ্যায় একবার পড়বে.................................২৬
সকাল সন্ধ্যায় তিনবার পড়বে ২৭

সকাল সন্ধ্যায় পড়বে..২৮
সকাল-সন্ধ্যায় একবার পড়বে ২৯
দৈনন্দিন জীবনে জরুরী দুআ....................................৩০
স্ত্রী, সন্তানের জন্য দুআ..৩০
দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কল্যাণের জন্য দুআ........৩১
চিন্তা, পেরেশানি, ঋণ, অলসতা ও কাপুরুষতার দূর করার দুআ..৩১
শিশুদের হেফাজতের দুআ...৩২
বিশেষ ব্যক্তি বা দলের পক্ষ থেকে ভয় হলে কিংবা ক্ষতির আশংকাবোধ করলে পড়বে ৩৩
সর্বদা সুস্থ থাকার জন্য দুআ ৩৩
আরেকটি দুআ...৩৪
শিরক থেকে বাঁচার দুআ..৩৪
শোকর আদায় এবং উত্তম ইবাদতের জন্য সাহায্য কামনা করে দুআ..৩৫
কুফরি, দারিদ্র ও কবরের আযাব থেকে বাঁচার দুআ.......৩৬
জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে দুআ....................৩৬
কঠিন রোগ ব্যাধি মুক্তির দুআ ৩৭
ঋণ পরিশোধের দুআ ৩৭
রোগী দেখতে গেলে তার সুস্থতার জন্য যে দুআগুলো পড়বে....৩৮
অসুস্থ ব্যক্তির মাথার কাছে বসে ৭ বার পড়বে ৩৮
হকের উপর অটল থাকা এবং ইমানের সাথে মৃত্যুর জন্য দুআ..৩৯
কোনো ক্ষতি হয়ে গেলে এই দুআ পড়বে ৪১
রোগী বা কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে যে দোয়া পড়বে..৪২
নতুন চাঁদ দেখলে এ দুআ পড়বে.............................৪২
ইফতারের দুআ...৪৩

রমজান মাস ও লাইলাতুল কদরে বেশি বেশি পাঠ করবে ৪৩
রিজিক বৃদ্ধি ও বরকতের জন্য দুআ........................ ৪৪
দারিদ্রতা থেকে বাঁচার দুআ ৪৪
ইজ্জত সম্মান ও নেয়ামত বৃদ্ধির দুআ....................... ৪৫
কারো উপর বদনজর লাগলে এই দুআর মাধ্যমে ঝাড়বে ৪৬
জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি চেয়ে দুআ ৪৬
পিতা-মাতার জন্য দুআ ৪৬
নেক সন্তান কামনা করে দুআ................................. ৪৭
এস্তেখারার দুআ ৪৮
ফরজ নামাজের পর দুআ-অযিফা ৪৯
দৈনন্দিন জীবনে বিবিধ দুআ ৫৩
আজানের দুআ... ৫৩
আজানের আরেকটি দুআ.. ৫৪
আজান ও ইকামতের মাঝে দুআ ৫৫
ঘুমের আগের দুআ ৫৫
ঘুমানোর পূর্বে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমল........................ ৫৬
সুরা কাফিরুন পড়বে... ৫৭
একবার আয়াতুল কুরসি পড়বে............................... ৫৭
সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে................ ৫৭
সুরা মুলক্ তেলাওয়াত.. ৫৮
ঘুমানোর পূর্বে তাসবিহ পাঠ.................................... ৫৮
ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর দুআ.......................... ৫৮
খাবারের শুরুতে দুআ.. ৫৮
খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে এই দুআ পড়বে ৫৯
খাবার শেষে দুআ... ৫৯
আরেকটি দুআ ৫৯

ঘরে প্রবেশের দুআ ৬০
টয়লেটে প্রবেশের দুআ ৬০
টয়লেট থেকে বের হয়ে দুআ ৬১
ঘর থেকে বের হওয়ার দুআ...................................... ৬১
যানবাহনে ওঠার দুআ... ৬১
মসজিদে প্রবেশের দুআ... ৬২
মসজিদ থেকে বের হওয়ার দুআ ৬২
ভালো স্বপ্ন দেখলে পড়বে ৬৩
দুঃস্বপ্ন দেখলে তিনবার থুথু ফেলবে এবং পড়বে.......... ৬৩
কারো অনুগ্রহে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার দুআ ৬৩
নিয়ামতের বিলুপ্তি, সুস্থতার পরিবর্তন, আকস্মিক শাস্তি থেকে আশ্রয় কামনা... ৬৩
জাহান্নাম ও কবরের আযাব, দাজ্জালের ফিতনা এবং জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় কামনা............................ ৬৪
যিকির: মৃত অন্তরে জীবনের সঞ্চার.......................... ৬৪
বিশেষ ফযিলতপূর্ণ কিছু যিকির................................ ৬৬
আল্লাহর প্রিয় বাক্য... ৬৮
দরূদ শরীফের আমল ৬৯
হাদিসে বর্ণিত দরূদ পাঠের সময়.............................. ৭২
হাদিসে বর্ণিত ছোট কিছু দরুদ ৭৩
ইস্তেগফার ৭৯
ইস্তেগফারের কয়েকটি বাক্য ৮৩

লেখকের ভূমিকা

দুআ শ্রেষ্ঠ ইবাদতের একটি। মহান রবের আনুগত্যের অংশ। মুমিন কখনো দুআ-বিমুখ হতে পারে না। বান্দা ও স্রষ্টার গভীর বন্ধন হচ্ছে দুআ। সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহকে যে যত বেশি চিনতে পারে, সে তত বেশি প্রার্থনাকারী হয়। কুরআন ও হাদিসে গুরুত্বের সহিত দুআর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ছোট-বড় সব প্রয়োজন পূরণে আল্লাহর কাছে কিভাবে আমরা আবেদন-নিবেদন পেশ করবো তা শিখিয়েছেন। দুআ রোগের আরোগ্য। শত্রুর মোকাবেলায় অস্ত্র। বিপদাপদ দূর করার সবচাইতে শক্তিশালী উপকরণ। নবী রাসূল ও সালাফে সালেহীনের জীবনে দেখা যায়, দুআ তাঁদের সবচাইতে বড় অবলম্বন ছিলো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-দোয়ার কল্যাণ সর্বব্যাপী। যার মুখোমুখি হয়েছো যার হওনি, সবই। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা দুআকে আকড়ে ধরো।[১]

[১] জামে তিরমিযী, হাদীস: ২৮১৩

মুমিনের দুআ পারমাণবিক অস্ত্রের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দোয়া মুমিনের হাতিয়ার, দ্বীনের স্তম্ভ এবং আসমান ও জমিনের নূর।[২]

সকাল-সন্ধ্যা ও বিভিন্ন সময়ের কিছু দুআ ও যিকির আছে। যেগুলো করলে আল্লাহ সারাদিন-সারারাত নিরাপদে রাখেন। পুরো সময় কল্যাণকর ও বরকতময় করেন। আমলগুলো জেনে রাখা উত্তম। তাই সংক্ষিপ্ত ভাবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। **বাজারে দুআ অযিফার অনেক বই আছে, তবে অধিকাংশ বইতেই বিশুদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। আমরা বিশুদ্ধতার প্রতি সর্বোচ্চ লক্ষ্য রেখে দুআ ও অযিফাগুলো সংকলন করেছি আলহামদুল্লিল্লাহ!** আল্লাহ তাআলা আমাদের মাসনুন দুআ পাঠে গুরুত্ব প্রদানের তাওফিক দান করুন। আমিন!

মুফতি শাব্বীর আহমদ
সিনিয়র মুহাদ্দিসঃ জামিয়া শায়খ যাকারিয়্যা ঢাকা
কাঁচকুড়া, উত্তরখান ঢাকা-১২৩০

[২] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪৬৫, মুস্তাদরাকে হাকেম : ১/৪৯২,

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদের ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে মানবতার পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এবং আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিশ্বমানবতার জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছেন।

মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষণে, প্রতিটি অবস্থায় দুঃখে-সুখে, বিপদে-আপদে, স্বস্তিতে-অস্থিরতায় নবীজির দুআ ও আমল আমাদের জন্য আশ্রয়, সাহারা ও পথনির্দেশনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুআগুলো শুধু মুখের কিছু বাক্য নয়, বরং তা একেকটি হৃদয় নিংড়ানো মিনতি, আল্লাহর প্রতি একান্ত নির্ভরতা ও ঈমানের গভীর বহিঃপ্রকাশ।

এই বইটিতে আমরা কুরআনের আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদীস থেকে সংগৃহীত এমন সকল দুআ ও আমল সংকলন করেছি, যা একজন মুমিনের দিন-রাত্রির প্রতিটি সময়ে কাজে লাগবে। বইটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে পাঠক সহজে বিষয় অনুযায়ী দুআ খুঁজে পেতে পারেন এবং তা মুখস্থ করে জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারেন।

আমরা আশা করি, এই বইটি পাঠকের ঈমানি জীবনকে আরও সমৃদ্ধ করবে, তাদের অন্তরে নবীজির প্রতি

ওয়াসি‘আ কুরসিয়্যুহুস সামা-ওয়াতি ওয়াল আরদ্ব। ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফজুহুমা ওয়া হুয়াল আলিয়্যুল আজিম।

ফজিলত: সকাল সন্ধ্যায় আয়াতুল কুরসি পাঠ জীন ও শয়তানের ক্ষকি থেকে মানুষকে মুক্ত রাখে। যে ব্যক্তি ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতে প্রবেশের পথে মৃত্যু ব্যতীত আর কোনো বাঁধা থাকবে না। অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৪]

৩. সন্ধ্যায় তিনবার পড়বে

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ

বাংলা উচ্চারণ: আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শার্‌রি মা খালাক।

ফজিলত: হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এই দোয়া তিনবার পড়বে, আল্লাহ তাআলা তাকে সমস্ত বিষধর প্রাণী, বিশেষ করে সাপ, বিচ্ছু প্রভৃতি বিষাক্ত ও কষ্টদায়ক প্রাণীর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন।[৫]

[৪] সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৮৪; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ২০৬৪, নাসাঈ, হাদিস, ৯৪৪৮; তাবারানি, হাদিস, ৭৮৩২

[৫] সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৭১১, সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৩৬০৪

৪. তিনবার এই দুআ পড়বে

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وبالإسلاَمِ دِيْناً وبِمُحمدٍ نبيّاً

বাংলা উচ্চারণ: রাদ্বী-তু বিল্লাাহি রব্বান ওয়াবিল ইসলামি দ্বীনান ওয়াবি মুহাম্মাদীন নাবিয়্যা।

অর্থ: আমি আল্লাহ তাআলাকে রব হিসেবে এবং ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়েছি।

ফজিলত: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা এ দু'আটি পাঠ করবে আল্লাাহ তা'আলা অবশ্যই দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে সন্তুষ্ট করবেন।[৬]

৫. সকাল ও সন্ধ্যায় ৭ বার পড়বে

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

বাংলা উচ্চারণ: হাসবিয়্যাল্লা-হু লা-ইলাহা ইল্লা-হুওয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়াহুওয়া রাব্বুল আরশিল আযীম।

---

[৬] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ১৫২৯, মুসনাদে আহমদ: ৩১/৩০২, মুসতাদরাকে হাকিম: ১/৫১৮

অর্থ: আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তার উপরই আমি তাওয়াক্কুল করি। তিনি মহান আরশের অধিপতি।

ফজিলত: হযরত আবুদ দারদা রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় ৭ বার এই দুআ পড়বে, আল্লাহ্ তার সকল দুশ্চিন্তা দূর করে দিবেন।[৭]

৬. সকালে তিনবার পড়বে

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

বাংলা উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আদাদা খালকিহি ওয়া-রিজা নাফসিহি ওয়া জিনাতা আরশিহি ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি।

অর্থ: আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি- তার সৃষ্ট বস্তুসমূহের সংখ্যার সমান, তার নিজের সন্তোষের সমান, তার 'আরশের ওজনের সমান ও তার বাণীসমূহ লেখার কালি পরিমাণ।

[৭] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৫০৮১

ফজরের পর থেকে যেকোনো আমলের চেয়ে এই বাক্যগুলোর ওজন বেশি। তাই অন্যান্য আমলের পাশাপাশি এই দুআটি আমল করা উচিত।[৮]

৭. সকালে সন্ধ্যায় সাতবার পড়বে

اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ

বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আজিরনি মিনান নার।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো।

ফজিলত: ওই দিন মারা গেলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি মিলবে।[৯]

৮. সকাল সন্ধ্যার তিনবার পড়বে

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

বাংলা উচ্চারণ: বিসমিল্লাহ হিল্লাযী লা ইয়া দুররু মা আসমিহী শাইয়ুন ফিল আরদি ওলা ফিস সামায়ি, ওহুয়াস সামিউল আলিম।

---

[৮] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৭২৬, সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ৩৫৫৫

[৯] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৫০৭৯, সুনানে কুবরা নাসাঈ, হাদিস: ৯৯৩৯, সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস: ২০২২

অর্থ: আমি সেই আল্লাহর নামে শুরু করছি, যার নামে শুরু করলে আসমান ও যমীনের কোনো কিছুই কোনো ক্ষতি করতে পারেনা, তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

ফজিলত: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে তিনবার ও সন্ধ্যায় তিন বার এই দুআ পড়বে, কোনো কিছুই ওই ব্যক্তির ক্ষতি করতে পারবেনা।[১০]

১০. ক্ষমা প্রার্থনার সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِر لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনতা রব্বী লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, খালাক্কতানী ওয়া আনা আ'বদুকা, ওয়া আনা আ'লা আহ্‌দিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাতা'তু, আ'উযুবিকা মিন শার্‌রি মা ছা'নাতু আবূউলাকা বিনি'মাতিকা আ'লাইয়্যা ওয়া আবূউ বিযানবী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয্‌যুনূবা ইল্লা আনতা।

---

[১০] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৫০৮৮, সুনানে তিরমিযী, হাদিস: ৩৩৮৮, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৩৮৬৯

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো আর আমি তোমার বান্দা। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার সাথে যে ওয়াদা করেছি তা পূরণ করার চেষ্টায় রত আছি, আমি আমার কর্মের অনিষ্ট থেকে পানাহ্ চাই, আমি স্বীকার করছি আমার প্রতি তোমার প্রদত্ত নিয়ামতের কথা এবং আমি আরো স্বীকার করছি আমার পাপে আমি অপরাধী, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তুমি ছাড়া ক্ষমা করার আর কেউ নাই।

ফজিলত: এই দুআর নাম সাইয়েদুল ইসতেগফার। আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে কেউ যদি প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় এই ইস্তেগফার পড়ে, আর সে ওইদিন মারা যায়, ইনশাআল্লাহ সে জান্নাতে যাবে। এই গ্যারান্টি দিয়ে গেছেন স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।[১১]

---

[১১] সহিহ বুখারী, হাদিসঃ ৬৩০৬, সুনানে নাসাঈ, হাদিসঃ ৫৫২২, সুনানে তিরমিজি, হাদিসঃ ৩৩৯৪

১১. সকাল ও সন্ধ্যায় ১/১০/১০০ বার পড়বে

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

বাংলা উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ইউহয়ি ওয়াইমিতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। সর্বময় রাজত্ব একমাত্র তাঁরই জন্য। তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দান করেন। তিনি সবকিছুর উপর মহাক্ষমতাবান।

ফজিলত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা এ দু'আটি ১০০ বার পাঠ করবে তার দশটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব হবে, ১০০ টি নেকী লেখা হবে, ১০০ টি গুনাহ মাফ হবে। আর এটি তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে রক্ষামূলক ব্যবস্থা হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলায় দু'আটি পাঠ করবে সকাল পর্যন্ত সে অনুরূপ সওয়াব পাবে। কোনো লোক তার চেয়ে উত্তম সাওয়াবের কাজ করতে পারবে না। তবে ওই ব্যক্তি ছাড়া যে এর চেয়ে

বান্দার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও শান্তি বর্ষিত হয়। আমলনামায় নেকী লেখা হয়। মর্যাদা উঁচু করা হয়। গোনাহ মাফ করা হয়। কিয়ামতের কঠিন দিনে নবীজীর নৈকট্য লাভ হবে। তাঁর শাফাআত লাভ হবে। চিন্তা পেরেশানী দূর করে দেওয়া হয়।

অতএব দরূদ শরীফের ব্যাপারে অবহেলার শিকার হওয়ার অর্থ- নিজেকে বিপুল কল্যাণ ও সওয়াব থেকে মাহরূম করা ছাড়া আর কিছু নয়।

১৪. রাতে বা সকালে সূরা ইয়াসীন

ফজিলত: হযরত জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য রাতের বেলা সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[১৫]

অন্য হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে, তার যাবতীয় প্রয়োজন পুরা করা হবে।[১৬]

---

[১৫] সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস ২৫৭৪, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৬/৫৬২ (হাদীসটি আমলযোগ্য)
[১৬] সুনানে দারেমী, হাদিস: ৩৪৬২ (সনদ হাসান)